

আইডিয়ার ধরনঃ দেয়ালচিত্র



প্রতিপাদ্য বিষয়

ঃ- “আমার চোখে জুলাই বিপ্লব”



আইডিয়ার শিরোনামঃ

আমার দেয়াল স্বাধীনতা ও প্রতিবাদের স্মারক ও জুলাই বিপ্লবের দর্পণ



দেয়ালচিত্রের ভূমিকা ও প্রাসঙ্গিকতা:

- বিপ্লবের বার্তা প্রচার: দেয়ালচিত্রগুলি বিপ্লবের আদর্শ ও লক্ষ্যগুলিকে জনগণের কাছে সহজে পৌঁছে দিতে পারবে।
- প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষা: এটি ছিল নিপীড়ন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিবাদের ভাষা।
- ঐতিহাসিক দলিল: দেয়ালচিত্রগুলি বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে।
- ঐক্য ও সংহতি: দেয়ালচিত্রগুলি মানুষকে একত্রিত করতে এবং তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি তৈরিতে সাহায্য করবে।



দেয়ালচিত্রের বিবরণ, উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশিত

➤ বিবরণঃ

জুলাই বিপ্লব (৫ আগস্ট ২০২৪ সাল) স্মরণে আয়োজিত আইডিয়া প্রতিযোগিতায় তরুণদের জন্য দেয়ালচিত্র একটি প্রস্তাবিত মাধ্যম। এই দেয়ালচিত্রগুলোতে বিপ্লবের প্রেক্ষাপট, কারণ, এবং জনগণের অংশগ্রহণ তুলে ধরা হবে। স্থান হিসেবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়াল, গুরুত্বপূর্ণ মোড়, এবং বিপ্লবের শহীদদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো নির্বাচন করা যেতে পারে এবং সেখানে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে তরুণ সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে কিভাবে স্মরণার্থী শাসনের পতন ঘটেছিল, তার চিত্র ফুটিয়ে তোলা হবে।

➤ উদ্দেশ্যঃ

- ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি: দেয়ালচিত্রগুলি তরুণদের মধ্যে জুলাই বিপ্লবের পটভূমি, কারণ এবং তাৎপর্য সম্পর্কে ধারণা দেবে।
- জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা: দেয়ালচিত্রের মাধ্যমে বিপ্লবের আদর্শ ও চেতনা তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হবে, যা তাদের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করবে।
- সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধি: এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তরুণরা তাদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রদর্শনের সুযোগ পাবে।
- তরুণদের একত্রিত করা: দেয়ালচিত্র প্রতিযোগিতা একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে যেখানে তরুণরা একত্রিত হয়ে কাজ করার সুযোগ পাবে এবং একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে পারবে।
- ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরি করা: দেয়ালচিত্র তৈরি ও প্রদর্শনের মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলী বিকশিত হবে।

➤ প্রত্যাশিত প্রভাবঃ

- ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি: দেয়ালচিত্রগুলি তরুণদের মধ্যে জুলাই বিপ্লব সম্পর্কে কৌতূহল তৈরি করবে এবং তারা এই বিষয়ে আরও জানতে আগ্রহী হবে।



○ সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী কাজের প্রসার: দেয়ালচিত্রগুলি তরুণদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী কাজে উৎসাহিত করবে, যা তাদের ভবিষ্যত জীবনে কাজে লাগবে। ○ জাতীয়তাবোধের উন্মেষ: দেয়ালচিত্রগুলি তরুণদের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের অনুভূতি জাগ্রত করবে, যা তাদের দেশ ও জাতির প্রতি আরও বেশি দায়িত্বশীল করে তুলবে। ○ তরুণ সমাজের ক্ষমতায়ন: এই ধরনের উদ্যোগ তরুণ সমাজকে একত্রিত করে এবং তাদের সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে গণ্য করে। ○ সামাজিক পরিবর্তন: দেয়ালচিত্রগুলি সমাজের সমস্যাগুলো তুলে ধরতে পারে এবং সামাজিক পরিবর্তনের জন্য তরুণদের উৎসাহিত করতে পারে। ○ ইতিবাচক বার্তা প্রেরণ: দেয়ালচিত্রগুলির মাধ্যমে একটি ইতিবাচক বার্তা প্রেরণ করা হবে, যা তরুণদের মধ্যে আশা ও আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করবে।	
 দেয়ালচিত্রের বাস্তবায়নে দলের সদস্যদের ভূমিকা   ○ সচেতনতা বৃদ্ধি: দেয়ালচিত্রের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে জুলাই বিপ্লবের তাৎপর্য এবং এর পেছনের কারণ তুলে ধরা। ○ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট উপস্থাপন: দেয়ালচিত্রে সে সময়ের পরিস্থিতি, আন্দোলন এবং বিপ্লবের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা। ○ শিল্পী ও কলাকুশলীদের সমর্থন: দেয়ালচিত্র অঙ্কনের জন্য শিল্পী ও কলাকুশলীদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও সহযোগিতা প্রদান করা। ○ জনগণকে উৎসাহিত করা: দেয়ালচিত্র অঙ্কনে জনগণকে উৎসাহিত করা এবং তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা। ○ সমর্থন ও সহযোগিতা: দেয়ালচিত্র অঙ্কনের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান, আর্থিক সহায়তা এবং অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করা। ○ সমাবেশ ও আলোচনা সভা: দেয়ালচিত্র উন্মোচন অনুষ্ঠানে সমাবেশ ও আলোচনা সভার আয়োজন করা, যেখানে বিপ্লবের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। ○ মিডিয়া কাভারেজ: দেয়ালচিত্র এবং এর পেছনের গল্প মিডিয়ার সামনে তুলে ধরা, যাতে এটি ব্যাপক প্রচার পায়। ○ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শিক্ষণীয়: দেয়ালচিত্রকে একটি শিক্ষণীয় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বিপ্লবের চেতনা পৌঁছে দেবে।	
 জুলাই বিপ্লবের দেয়ালচিত্র সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা   ○ স্লোগান ও চিত্রকলার সমন্বয়: দেয়ালচিত্রগুলোতে বিপ্লবের বিভিন্ন স্লোগান, যেমন "স্বাধীনতা এনেছি, সংস্কারও আনব", "গর্জে উঠলে ছাত্র সমাজ বদলে যায় ইতিহাস", "চলছে রাষ্ট্র সংস্কার এগিয়ে আসতে হবে সবার" ইত্যাদি চিত্রকলার সাথে মিশে গিয়ে মানুষের মনে বিপ্লবের বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। ○ প্রতীকী চিত্র ব্যবহার: বিপ্লবের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত, যেমন ছাত্র আন্দোলনের চিত্র, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, এবং স্বৈরাচারী শাসনের পতন - এইসব প্রতীকী চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। ○ স্থানীয় ও আধুনিক চিত্রকলার মিশ্রণ: দেয়ালচিত্রগুলোতে স্থানীয় চিত্রকলার উপাদান যেমন নকশা, রং এবং আধুনিক চিত্রকলার বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে, যা এটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ○ বিভিন্ন ধরনের চিত্রকলার ব্যবহার: দেয়ালচিত্রগুলোতে কার্টুন, ম্যুরাল, গ্রাফিতি সহ বিভিন্ন ধরনের চিত্রকলার ব্যবহার করা হয়েছে, যা দর্শকদের কাছে বিভিন্ন বার্তা পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছে। ○ তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ: দেয়ালচিত্রগুলোতে তরুণ প্রজন্মকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে, যা তাদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিয়েছে।	

○ রাজনৈতিক ও সামাজিক বার্তা: দেয়ালচিত্রগুলোতে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বার্তা নয়, সামাজিক বার্তা, যেমন বৈষম্যবিরোধী মনোভাব, ট্রাফিক আইন মেনে চলা, এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের আহ্বানও তুলে ধরা হয়েছে। ○ সংগঠিত প্রয়াস: দেয়ালচিত্রগুলো কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না, বরং একটি সুসংগঠিত প্রয়াসের ফল ছিল। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এই কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল। এই দেয়ালচিত্রগুলো শুধুমাত্র বিপ্লবের স্মারক নয়, বরং বাংলাদেশের সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী চেতনারও বহিঃপ্রকাশ।	
 জুলাই বিপ্লবের দেয়ালচিত্রগুলোর স্বতন্ত্রতা  ↓ ○ গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিফলন: দেয়ালচিত্রগুলোতে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ এবং বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। ○ প্রতিবাদের ভাষা: এই চিত্রকর্মগুলো ছিল প্রতিবাদের এক অভিনব ভাষা, যা সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিল। ○ ঐতিহাসিক স্মারক: দেয়ালচিত্রগুলো সময়ের সাক্ষী এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে কাজ করে। ○ সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি: দেয়ালচিত্রগুলোতে বিভিন্ন ধরনের শৈল্পিক উপাদান, যেমন - গ্রাফিতি, ক্যালিগ্রাফি, এবং চিত্রকলার ব্যবহার করা হয়েছে, যা একটি সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিও বটে। ○ গণজাগরণের উপাদান: দেয়ালচিত্রগুলো সাধারণ মানুষকে আন্দোলনে যোগ দিতে উৎসাহিত করেছে এবং তাদের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা জাগিয়ে তুলেছে। ○ স্বাধীনতার অভাব: সময়ের সাথে সাথে, রোদ, বৃষ্টি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক পোস্টারের কারণে অনেক দেয়ালচিত্র ক্ষতিগ্রস্ত বা ঢাকা পড়েছে। জুলাই বিপ্লবের দেয়ালচিত্রগুলো কেবল ছবি নয়, বরং একটি ঐতিহাসিক ঘটনার জীবন্ত দলিল, যা জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের প্রতীক।	
 দেয়ালচিত্রে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল  ↓ ○ প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ: দেয়ালচিত্রগুলোতে তৎকালীন সরকারের অনিয়ম, দুর্নীতি, এবং স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করা হতো। ○ আন্দোলনের প্রতীক: এগুলি ছিল মূলত ছাত্র-জনতার আন্দোলনের প্রতীক, যা মানুষকে একত্রিত করতে এবং তাদের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা জাগ্রত করতে সাহায্য করত। ○ নতুন দিনের স্বপ্ন: দেয়ালচিত্রগুলোতে একটি নতুন, গণতান্ত্রিক ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্নও প্রতিফলিত হতো। ○ শিল্পী ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ: দেয়ালচিত্রগুলোতে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিত, যা বিপ্লবের ব্যাপকতাকে তুলে ধরে। ○ বিভিন্ন ধরনের চিত্রকর্ম: দেয়ালচিত্রগুলোতে বিভিন্ন ধরনের চিত্রকর্ম, যেমন - গ্রাফিতি, ক্যালিগ্রাফি, এবং সাধারণ চিত্রকর্ম দেখা যেত। ○ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা: দেয়ালচিত্রগুলো সমাজের পরিবর্তন ও সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করত, যা মূলত একটি ন্যায্যসমাজ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত ছিল। ○ ঐতিহাসিক দলিল: এই দেয়ালচিত্রগুলো বাংলাদেশের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়, যা সে সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরে।	

গণঅভ্যুত্থানের সাথে সামঞ্জস্যতা ○ জুলাই বিপ্লব গণঅভ্যুত্থানের একটি অংশ বা একটি নির্দিষ্ট রূপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ○ জুলাই বিপ্লব হল কোটা সংস্কারের জন্য একটি ছাত্র-জনতার আন্দোলন এবং এটি গণঅভ্যুত্থানের একটি দৃষ্টান্ত। ○ জুলাই বিপ্লব ছিল সেই ধরনের একটি ঘটনা যা সরকারের নীতির পরিবর্তনের জন্য জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।	
নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যতা ○ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: দেয়ালচিত্রে জুলাই বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ এবং এর পেছনের কারণগুলো তুলে ধরা যেতে পারে, তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করা উচিত। ○ সাংস্কৃতিক উপাদান: বাংলাদেশের লোকশিল্প, যেমন নকশি কাঁথা, আলপনা, এবং ঐতিহ্যবাহী নকশা ব্যবহার করে দেয়ালচিত্রগুলি তৈরি করা যেতে পারে। ○ স্থানীয় ভাষা ও প্রতীক: দেয়ালচিত্রে স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে এবং বিপ্লবের প্রতীক হিসেবে বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক, যেমন শাপলা ফুল, বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক ব্যবহার করা যেতে পারে। ○ শিল্পী ও সমাজের অংশগ্রহণ: স্থানীয় শিল্পী ও সমাজের সদস্যদের অংশগ্রহণে দেয়ালচিত্রগুলি তৈরি করা হলে, তা আরও বেশি অর্থবহ হবে এবং জনগণের সাথে সংযোগ স্থাপন করবে। ○ শিক্ষা ও সচেতনতা: দেয়ালচিত্রের মাধ্যমে জুলাই বিপ্লব এবং এর তাৎপর্য সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা যেতে পারে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে।	
বাস্তবায়ন ও স্থায়িত্ব ➤ বাস্তবায়নঃ ● জুলাই বিপ্লবের দেয়ালচিত্রগুলো মূলত দেশের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাবলিক প্লেস এবং রাস্তার পাশে তৈরি করা হয়েছে। ● এগুলো তরুণ শিল্পী ও সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি করেছেন। ● দেয়ালচিত্রগুলোতে বিপ্লবের প্রতীকী চিত্র, বিপ্লবী নেতাদের ছবি, এবং বিপ্লবের বিভিন্ন স্লোগান ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ● কিছু ক্ষেত্রে, স্থানীয় সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা এই দেয়ালচিত্রগুলো তৈরিতে সহায়তা করেছে ● জুলাই বিপ্লবের এই দেয়াল চিত্র এবং লিখনের সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য তথ্য ও সম্প্রচার উদ্যোগ নিয়েছে ➤ স্থায়িত্বঃ ● দেয়ালের উপরিভাগ: দেয়ালটি যদি মসৃণ এবং উপযুক্ত হয় তবে রং দীর্ঘস্থায়ী হবে। ● ব্যবহারিত রং: ভালো মানের, জলরোধী এবং ইউভি-প্রতিরোধী রং ব্যবহার করলে স্থায়িত্ব বাড়ে। ● পরিবেশ: বৃষ্টি, রোদ, আর্দ্রতা ইত্যাদি পরিবেশগত কারণেও স্থায়িত্ব কমতে পারে। ● রক্ষণাবেক্ষণ: নিয়মিত পরিষ্কার করা এবং প্রয়োজনে মেরামত করলে স্থায়িত্ব বাড়ে। ● সচেতনতা: দেয়ালচিত্রগুলির প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ এবং যত্ন নেয়াটাও এর স্থায়িত্বের জন্য জরুরি।	

দলের নামঃ "সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি"
ঝাটবুনিয়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী দল

১. সুমাইয়া আক্তার –রোল: ০১- দশম শ্রেণি ২. সাদিয়া আক্তার- রোল: ১৩- দশম শ্রেণি ৩. ফারজানা আক্তার- রোল: ০২ - দশম শ্রেণি ৪. মোসা. ফাহিমা আক্তার- রোল: ০২ - দশম শ্রেণি	৫. সাদিয়া ফেরদৌস- রোল : ০১- নবম শ্রেণি ০৬. আরিফা আক্তার- রোল : ০২- নবম শ্রেণি ০৭. জিন্নাতআরা- রোল : ০৩- নবম শ্রেণি
--	---